Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৯ আগস্ট, ২০১৭

৪০ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ২৮ আগস্ট, ২০১৭, সোমবার, ১১ ভাদ্র, ১৪২৪

সমবায় নির্বাচনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বাম ও প্রগতিশীল প্রার্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, বর্ধমান : ২৫ আগস্ট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাম ও প্রগতিশীল প্রার্থীরা জয়ী হলো সমবায় নির্বাচনে। পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের অন্তর্গত তেলিনীপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালন কমিটি নির্বাচনে। এই দিন ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেবার শেষ দিন। ছয়টি আসনে মনোনয়ন জমা দেন বাম ও প্রগতিশীল প্রার্থীরা। শুধুমাত্র গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে শাসক দল প্রার্থী ঠিক করতে পারেনি। ফলে, সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছয়টি আসনে বাম ও প্রগতিশীল প্রার্থীরা বিজয়ী হন। বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন মানিক দেবনাথ, নিউটন দেবনাথ, গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বলাই সাঁতরা, শ্যামল মণ্ডল ও ভাস্কর দেবনাথ। এই জয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন সিপিআই(এম) পূর্বস্থলী লোকাল কমিটির সম্পাদক বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা।

একই ভাবে বেলগাছি-পারুলিয়া কৃষি সমবায়ে নয়টি আসনের একটিতেও শাসক দল মনোয়নপত্র জমা দিতে পারেনি। ফলে দুই সমবায়ের সবকটি আসনেই প্রগতিশীল প্রার্থীরা জয়ী হন। আর এটা সম্ভব হয়েছে গত বিধানসভা নির্বাচনের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে। কারণ পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার মানুষ তৃণমূলের চরম পেশিশক্তির আস্ফালনকে প্রতিহত করেই বাম প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহাকে জয়ী করেছিলেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী অঞ্জু কর, বিধায়ক প্রদীপকুমার সাহা এলাকার মানুষকে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান।

শহিদ স্মরণে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২২ আগস্ট : শহিদ রবীন্দ্রনাথ মাঝির ২২তম স্মরণদিবসে যুবদের রক্তদান ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল দোগাছিয়া গ্রামে। ২২ আগস্ট পূর্বস্থলীতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে দোগাছিয়ায় হাসপাতাল মোড়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্মরণসভা ও রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন সুব্রত ভাওয়াল।

১৯৯৬ সালে ২২ আগস্ট রাতে এলাকার ঘাতক কংগ্রেসী গুণ্ডাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে রবীন্দ্রনাথ মাঝিকে কুপিয় নৃশংসভাবে খুন করে দেহটি দোগাছিয়া গ্রামের একটি পুকুরের পাঁকে পুঁতে দেয়। পরদিন স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। প্রয়াত মাঝি যুব সংগঠনের একজন ভালো সংগঠক ছিলেন। তাঁর ঘাতকরা আজও এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

এদিন রক্তদান শিবিরে মোট ৫৫জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা ছিলেন পাঁচজন। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল, বিধায়ক প্রদীপকুমার সাহা, ডি.ওয়াই.এফ.আই -এর পক্ষে বিন কাশিম সেখ, ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে প্রবীর দেবনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত রেবা লাহিড়ীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে গত ২৫ আগস্ট বর্ধমান কাছারি রোডে প্রণব বটব্যাল ভবনে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় ডি.ওয়াই.এফ.আই ১ নং এবং ২ নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে। ১১২ জন রক্তদান করে এই শিবিরে। শিবিরের উদ্বোধন করেন যুব নেতা তাপস সরকার। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন জোনাল কমিটির সম্পাদক সেখ স্বরূপ।

বৃন্ত ভট্টাচার্যের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্তমান শাসকদলের দুষ্কৃতীদের দ্বারা ভেঙে দেওয়া শহিদ বেদীর সামনেই শহিদ বৃন্দ ভট্টাচার্যের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল ২৭ আগস্ট। ১৯৭১ সালের এই দিনে কংগ্রেসি ঘাতকদের হাতে খুন হয়েছিলেন বৃন্ত ভট্টাচার্য। এদিন সকালে তাঁর উদ্দেশ্যে নির্মিত শহিদ স্মারকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কালিশঙ্কর পাল, তাপস সরকার, তরুণ রায়, দিলীপ দুবে প্রমুখ। বক্তব্য রাখেন কালিশঙ্কর পাল।

সহায়ক মূল্যে পাট কেনা ও বিভিন্ন দাবিতে কৃষকদের জমায়েত, মিছিল, বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ আগস্ট : পাটের মূল্য বৃদ্ধি, সহায়ক মূল্যে পাট কেনা, ১৯৮৭ সালের প্যাকেজিং আইন পুনরায় বলবৎ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল কালনায় কৃষক জমায়েত, মিছিল, বিক্ষোভ, স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি সংগঠিত হয়। সারা ভারত কৃষকসভার কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে কৃষকরা নিয়ন্ত্রিত বাজারের গেটে জমায়েত হয়। সেখান থেকে মিছিল করে জে সি আই-এর কালনা দপ্তরের সামনে গিয়ে নিজেদের দাবিগুলিকে সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখায়। এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন— কৃষকনেতা বীরেন ঘোষ, রতন দাস, সুকুল সিকদার প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন মহম্মদ আলী। অন্যদিকে বিকাশ নাথ, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, গোপাল মণ্ডলের নেতৃত্বে আট জনের একটি প্রতিনিধি দল জে পি আই ম্যানেজারের নিকট ডেপুটেশন দিতে যান। বর্ধমান সার্কেল ম্যানেজার জীতেশ সরকারের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়ার আগে কৃষক প্রতিনিধিরা দাবিগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সার্কেল ম্যানেজার জানান, আমার হাতে পাটের মূল্যবৃদ্ধি করার ক্ষমতা নেই। তবে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আমরা তিন হাজার পাঁচশো টাকা প্রতি ক্যুইন্টাল দরে পাট কিনতে নামছি। ক্রয়ের কাজে কিছু কৃষি সমবায়কে নামানো হচ্ছে। তার আগে আমাদের দপ্তরে এসে কৃষকদের নির্দিষ্ট বয়ানে নাম নথিভুক্ত করে যেতে হবে। কৃষকদের সাথে আনতে হবে আধার কার্ড ও ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট নম্বর।

মহিলাদের ডেপুটেশন না নিয়ে অফিস ছেড়ে পালালেন বিডিও

আন্দোলন করেই দাবি আদায় করতে হবে, জমায়েতে বললেন মহিলা নেত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৪ আগস্ট : বিডিওর কাছে আট দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেবার জন্য মহিলারা জমায়েত হলেন পূর্বস্থলী ২নং ব্লক পাটুলীতে। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই মহিলা জমায়েতের আয়োজন করে পূর্বস্থলী মহিলা সমিতি জোনাল কমিটি।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ মহিলা নেত্রী ইরাবতী শীল। সভায় দাবিপত্র পাঠ করেন মহিলা সমিতির পূর্বস্থলী ২নং লোকাল কমিটির সম্পাদিকা বাসন্তী কুরী। সভা থেকে সাতজনের এক প্রতিনিধিদল দাবিপত্র নিয়ে পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের বিডিও সোমনাথ দে'র কাছে যান। তাঁরা হলেন মহিলা সমিতির পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদিকা আলেয়া বেগম, নেতৃত্বে ছিলেন সরস্বতী বিশ্বাস দাস, বাসন্তী কুরি, নূরসেলিমা বেগম, অঞ্জু দেবনাথ, ভারতী দাস ও ঝুমা দত্ত।

মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরা বিডিও

—এরপর চারের পাতায়

জনরোষে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠের দুটি গাড়ি ও এসি ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ আগস্ট : এলাকার মানুষের অভিযোগ বিভিন্ন গৃহবধূকে এনে বাগানের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেখানে ফূর্তি করাই ছিল সনৎ নন্দীর কাজ। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এই নন্দীবাবুকে পাড়ার মধ্যে এসব করতে নিষেধ করলে তা শুনতেন না। বরং চোখ রাঙাতেন বলে অভিযোগ। ফলে মানুষের ক্ষোভ দিন দিন বাড়ছিল। এই ক্ষোভ জনরোষে পরিণত হয় ২৩ আগস্ট রাত্রে কালনার ধাত্রীগ্রামে। এলাকার মানুষ সনৎ নন্দীকে তার গাড়ির মধ্যে এলাকারই এক গৃহবধূর সাথে অশালীন অবস্থায় দেখে ফেলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে নন্দীবাবু বিবস্ত্র অবস্থায় কোনোরকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ওই গৃহবধূ গাড়ির মধ্যেই বন্দি হয়ে পড়ে। রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলে দুটি গাড়ি, এসি ভাঙচুর ও চরম ক্ষোভ ও বিক্ষোভ। খবর পেয়ে কালনা থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী এসে ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তৃণমূলের কালনা-১ নং ব্লক সভাপতি উমাশঙ্কর সিংহরায় জানান, সনৎ নন্দীর বিরুদ্ধে শুধু এটাই নয়, এই অনাচারের অভিযোগ আরো আছে। ও আজ থেকে

—এরপর চারের পাতায়

মৎস্য বিজ্ঞানের ছাত্ররা প্রশিক্ষণ নিতে কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৪ আগস্ট : কলকাতা আশুতোষ কলেজের মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিল কালনা শহরে। তিন দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে ছিলেন একজন অধ্যাপক ও একজন অধ্যাপিকা। প্রশিক্ষণের শেষ দিন কালনার নিয়ন্ত্রিত বাজার চত্বরে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। কালনা মালক্ষ্মী ফিসারিজ প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। কী করে মাছের ব্রিডিং করা হয় তা হাতে কলমে শেখানো হয়। সংবর্ধনা সভায় প্রশিক্ষণ সংস্থার কর্ণধার বিজয় রায় আক্ষেপ করে বলেন— আমাদের এখানে জলাশয় আছে, আছে প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীও, কিন্তু তা ঠিকমতো কাজে না লাগানোর কারণে আমাদের মৎস্যের জন্য অন্ধ্রের মতো ভিন্ন রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। আমরা যদি এরাজ্যের সোর্সগুলি কাজে লাগাতে পারি, তাহলে মৎস্যচাষে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার পাশাপাশি আমরা রপ্তানিকারীতে পরিণত হওয়া সম্ভব।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৭

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।

অর্ডার পাঠান ৩১ আগস্ট-এর মধ্যে

আমাদের mail id :
weeklynatunchithi@gmail.co,
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২৮ আগস্ট, ২০১৭

এ কেমন দেশ আমার!

এই মহামানবের সাগরতীরে! এ সেই দেশ! ভাবতে অবাক লাগছে জোড়া ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত এক আসামী দোষী সাব্যস্ত হতেই তার ভক্তরা তাণ্ডব নৃত্য শুরু করল। আর তাতে প্রাণ গেল ৩৮ জন মানুষের। লাগামছাড়া এই তাণ্ডবকে থামিয়ে দিতে পারেনি দেশের পুলিশ প্রশাসন। বরং স্বঘোষিত এই 'ধর্মগুরু' এই আসামীর বিচারের জন্য আদালতকেই যেতে হয়েছে জেলখানার ঘেরাটোপে। আর জেল ঘিরেছে সরকারি জলপাই রঙের উর্দিধারীরা জেলের সুরক্ষার জন্য। এ কেমন দেশ আমার। ২৯ আগস্ট পর্যন্ত হরিয়ানায় বন্ধ মোবাইল, ইন্টারনেট পরিষেবা। কার্যত গোটা রোহতকই এখন বকলমে সেনার হাতে। শোনা যাচ্ছে পাঞ্জাবেরও একই অবস্থা। বিচারককে বিশেষ সাবধানতার জন্য উড়িয়ে নিয়ে আসা হয়েছে হেলিকপ্টারে। বিচারক অবশ্য সমস্ত ভয়-ভীতি জয় করে জেলখানায় বসেই অপরাধী ভণ্ড গুরু রাম-রহিমকে দুই ধর্ষণের অভিযোগ দশ দশ কুড়ি বছরের শাস্তি দিয়েছেন।

সংবাদে প্রকাশ অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হওয়ার খবরের সঙ্গে সঙ্গে সুকৌশলে প্রযুক্তি মাধ্যমকে ব্যবহার করে তাণ্ডব ছড়ানো হয়েছে। ৩৮ জন মারা গেলেন, জখম ২৫০-এরও বেশি। এই অপরাধের দায় যেমন ওই অভিযুক্তের ঘাড়ে চাপানো যায় তেমনি সরকার বা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এর দায় এড়াতে পারেন না। আশ্চর্য! ২৪ ঘন্টা পরে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানা গেল—'আইন দোষীদের সাজা দেবেই'।

গুজরাট অভিজ্ঞতা আমরা কি ভুলে গেছি!

এরা নাকি সাধারণ মানুষকে প্রবচন দেন পার্থিব জগত হতে ঐহিক জগতের পথে উন্নীত হতে হবে! আশার কথা হরিয়ানা রাজ্য পুলিশের ডিজির সহযোগিতায় ঘটনার জোরদার তদন্তে নেমেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গোয়েন্দারা। সংবাদসূত্রে যেসব খবর জানা যাচ্ছে প্ল্যানমাফিক ভক্তদের নামে ভাড়াটে গুণ্ডাদের জড়ো করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ জায়গায়। স্থানীয় বাসিন্দারা হয়েছেন গৃহবন্দি। তাঁরা খাবার পাচ্ছেন না—জল পাচ্ছেন না, দুধ পাচ্ছেন না—বাজারহাট সন্ত্রস্ত হয়ে প্রায় বন্ধ। স্কুল-কলেজ-অফিস বন্ধ আর সরকার পরিষেবা দিচ্ছেন ফুটপাত দখল করা ভক্তকুলকে ভ্রাম্যমান শৌচালয় ইত্যাদি পরিষেবা দিয়ে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেক্টর বা কলোনীগুলিতে তারা দুধ-ডিমের গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে না। রাস্তায় রাস্তা আনাজ বিক্রি করে যারা অবস্থা দেখে তারাও উধাও। অতএব সাধারণ মানুষের অবস্থা অঘোষিত জরুরি অবস্থার মতো গৃহবন্দি। এই পরিস্থিতি থেকে মানুষকে কবে মুক্তি দেবে গুজরাটের বিজেপি সরকার?

বন্যাদুর্গত মানুষদের জন্য অর্থ সংগ্রহ মহিলাদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ২১ আগস্ট : মেমারি এরিয়া কমিটির অন্তর্গত বামপন্থী ছাত্র-যুব ও মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে বন্যাদুর্গতদের জন্য মেমারি স্টেশনে অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচি পালন করা হয়। ট্রেনযাত্রী, পথ চলতি মানুষ সকলেই অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে মেমারি স্টেশনের বেশ কয়েকজন ভিক্ষুকও ভিক্ষা করে সেদিনের সংগৃহীত অর্থ সবটাই বানভাসিদের দান করেছেন। অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচি সকাল ৮টা থেকে সাড়ে-১০টা পর্যন্ত চলে। অর্থদানে মানুষের সাড়া ছিল উল্লেখযোগ্য। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, চিন্তা কোঙার, বন্দনা বিশ্বাস, যুবদের পক্ষে অনুপম চ্যাটার্জী, কৃষাণু ভদ্র, ছাত্রনেতা তারক মণ্ডল প্রমুখ।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতের প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন কোথায় কবে কীভাবে নিহত হন?
২. জাপান সরকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুর খবর কবে প্রচার করে?
৩. বন্দী শিবাজী কীভাবে কবে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যান?
৪. কে কোথায় কবে ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার করেন?
৫. কোচবিহারের মহারাজ ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকার কবে সিদ্ধান্ত নেন?
৬. সোভিয়েত কমিউনিস্ট নেতা ট্রটস্কি কবে কার হাতে নিহত হন?
৭. সেলুলার ফোন কলকাতায় কবে চালু হয়েছিল?
৮. মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারীর কবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়? কে করেন?
৯. বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসুকে কবে নেতাজি বলে সম্বোধন করা হয়? কেন?
১০. কমিউনিস্ট নেতা, বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক সুবোধ চৌধুরী কবে প্রয়াত হন? কত সালে জন্ম?
১১. আমেরিকার মহিলারা কবে থেকে ভোটাধিকার পেয়েছিলেন?
১২. আজাদ হিন্দ ফৌজ কে কবে গঠন করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। **-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি**

বহুত্ব : ব্যক্তি ও সমাজ

নয়ন কোনার

২০০২ সালের ডিসেম্বর মাস। চেন্নাই মেলে যাচ্ছি, ব্রেকজার্নি করে যাব ব্যাঙ্গালুরু। সঙ্গে পিসি। কামরায় কিছু দক্ষিণভারতীয়। দক্ষিণ ভারতের প্রধান দ্রষ্টব্য কী কী ওঁদের একজনের কাছে জানার চেষ্টা করলাম। ভাষা ইংরেজি। ঘটনাচক্রে আমার ভাষা হয়ে উঠল বাংলিশ এবং ওঁর তামিংলিশ। উচ্চারণের পাথর ভেঙে যতটুকু বুঝলাম তাতে এটা পরিষ্কার যে, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলি না দেখলে ইহজন্ম বৃথা। মন্দিরসংক্রান্ত কিংবদন্তীগুলিও উনি ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। খানিকক্ষণের মধ্যে ইংরেজি আর তামিলের কোনো ফারাক বুঝতে পারলাম না। আলোচনা থেকে ভি আর এস গ্রহণ করলাম। পিসি ততক্ষণে একটি মেয়ের সঙ্গে বাংলায় আলাপ শুরু করেছে। মেয়েটির সঙ্গে তার দাদাও আছে। ব্যাঙ্গালুরুতে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকে, ওখানে একটি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। বাংলার ছোঁয়া পেয়ে বাঁচলাম। ওদের কথাবার্তার মাঝে কিছু একটা মনে হল। পিসিকে ফিসফিসিয়ে বললাম, ওরা কি মুসলমান?

—ধ্যাৎ। ওর নাম বৈশালী, ওর দাদার নাম বিশাল।

—পুরো নামটা জিজ্ঞাসা করো তো?

খানিকক্ষণ পরে পিসি বলল, ঠিকই বলেছিস। পুরো নাম মীর বৈশালী রেহমান।

যাচ্ছি তো দক্ষিণ ভারতের মন্দির দেখতে। আমার কাছে সেটা পর্যটন প্লাস পুণ্যার্জন, পিসির কাছে পুণ্যার্জন প্লাস পর্যটন। তাহলে এখন কী করব? বিধর্মী বাঙালির সাথে বাক্যালাপ? নাকি স্বধর্মী অবাঙালির সাথে? তামিল জানলে কী হতো বলতে পারি না তবে পরের চব্বিশ ঘন্টা বৈশালী-বিশালের সঙ্গে কথা বলেই কাটল।

আমার এবং আমার সহকর্মী সিরাজদার একটি সংক্ষিপ্ত চারিত্রিক প্রতিতুলনা—

কিছু মিল, কিছু অমিল। সাদৃশ্য

নাম	নয়ন কোনার	সেখ সিরাজ মহম্মদ
ধর্মমত	হিন্দুত্ব	ইসলাম
ভাষা	বাংলা	বাংলা
নাগরিকত্ব	ভারতীয়	ভারতীয়
প্রিয় ক্রিকেটার	শচীন তেন্ডুলকর	শচীন তেণ্ডুলকর
প্রিয় টেনি প্লেয়ার	রজার ফেডেরার	রজার ফেডেরার
প্রিয় ফুটবল দল	ব্রেজিল	আর্জেন্টিনা
রান্নার শখ	আছে	আছে
ঝোঁক	ছড়া লেখা	কম্পিউটার ঘাঁটা
প্রিয় সাঙ্গীতিক ধারা	রবীন্দ্রসঙ্গীত	রবীন্দ্রসঙ্গীত
পেশা	শিক্ষকতা	শিক্ষকতা
প্রিয় বিষয়	সাহিত্য	অঙ্ক
খাদ্যাভ্যাস	আমিশাষী	আমিশাষী

থাকলে আমাদের কোনো অস্বস্তি হয় না, যত ঝামেলা বৈসাদৃশ্য নিয়ে। ফুটবল বিশ্বকাপের সময় তুমুল তর্ক। থামাতে অন্যান্য টিচারদের আসরে নামতে হয়। অনক সময় আবার এই বৈসাদৃশ্যতে ভালো কাজও হয়। ইসকুলের কোনো প্রোগ্রামে আমি হয়ত দু-চার লাইনের একটা ছড়া লিখলাম, সিরাজদা সেটা নিয়ে কার্ড বা ব্যানারের একটা অসাধারণ ডিজাইন বানিয়ে প্রিন্টআউট করে দিল।

কিন্তু ব্যাপারটা কি অতই সরল? ইস্যু যদি এমন হয়, বিতর্কিত বাবরি মসজিদের জমিতে কী করা উচিত? সুখের বিষয়, আমি এবং সিরাজদা দুজনেই মন্দির-মসজিদের পরিবর্তে হাসপাতালের পক্ষপাতী। কিন্তু যদি আমি চাইতাম মন্দির এবং সিরাজদা চাইতেন মসজিদ? ভারতে যত দাঙ্গা হয়েছে তার জন্য কারা বেশি দায়ী—হিন্দু না মুসলিমরা? ভারতে এত বাংলাদেশী শরণার্থী—কে দায়ী? যদি এই প্রশ্নগুলো সিরাজদাকে আর আমাকে মুখোমুখি দাঁড় করায় তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব কি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে নাকি অটুট থাকবে? একটু তলিয়ে দেখা যাক!

অমি, নয়ন কোনার একই সঙ্গে হতে পারি একজন হিন্দু, বাংলাভাষী ভারতীয়, শচীনভক্ত, ফেডেরারভক্ত, ব্রেজিলভক্ত, রন্ধনপ্রিয়, ছড়া-লেখা-চর্চাকারী, রবীন্দ্রসঙ্গীতানুরাগী, আমিশাষী এবং শিক্ষক। যখন ইসকুলে ফিস্ট হয় তখন নিরামিষপ্রিয় ভট্টাচার্যকাকুর মতে মত না মিলিয়ে সিরাজদা এবং আমি একসাথে আমিষ খাবার রান্নার জন্য গলা ফাটাই। আবার সরস্বতী পুজোর অঞ্জলি দিই ভট্টাচার্যকাকুর পাশে বসে। অর্থাৎ আমার পরিচয় এক নয়, বহু। সিরাজদারও তাই। পরিস্থিতির বিচার করে কোন পরিচিতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করব সেটা আমাকে বেছে নিতে হয়।

এই 'বিচার করা', 'অগ্রাধিকার' এবং 'বেছে নেওয়া' কেবলমাত্র কথার সমষ্টি নয়। পরিচিতির প্রকাশক্ষেত্রে বিচারশীলতা, অগ্রাধিকার এবং বাছাই-এর ভূমিকা অপরিসীম।

প্রথমে বিচারশীলতার প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি হিন্দু, অতএব মুসলমান সংসর্গ আমার কাছে পরিত্যজ্য—এমন ভাবনার বশবর্তী হয়ে যদি আমার হিন্দু বন্ধু সুমনের সঙ্গে ফেডেরারের ম্যাচ দেখতে বসি, বা একইভাবে যদি সিরাজদা শাহনওয়াজের সঙ্গে বসে তাহলে পনের মিনিটের মধ্যেই বন্ধুবিচ্ছেদ হয়ে যাবে। কারণ, সুমন ও শাহনওয়াজ টেনিসের ট-ও বোঝে না। এক্ষেত্রে গলদ বিচারশীলতায়। খেলা দেখতে বসে প্রধান বিচার্য ক্রীড়াপ্রেম ও ক্রীড়াবোধ। ধর্মীয় পরিচিতি এখানে একেবারেই নিরর্থক। তেমনই 'বাঙালিয়ানা'র মোহে আমি দেবকে অমিতাভ বচ্চনের চেয়ে বড় অভিনেতার আসনে বসাতে পারি না। 'ভারতীয়ত্ব'-এর মোহে আইনস্টাইনকে তুচ্ছ করে কোনো জ্যোতিষীর গণনাকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে পারি না। এমন বইও দেখেছি যেখানে ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বিজ্ঞানস্বীকৃত পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণ তত্ত্ব ভুল, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিচারভ্রম।

এরপর অগ্রাধিকার এবং বাছাই। একজন জঙ্গি যদি বিস্ফোরণ ঘটায় এবং বহু মানুষের প্রাণহানি হয় এবং সে যদি ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয় তাহলে একজন মুসলিম পুলিশের কর্তব্য কী? মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধে তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, নাকি পুলিশের কর্তব্যবোধে তাকে গ্রেপ্তার করা? 'বিচারশীলতা'র ভ্রম না হলে অবশ্যই তিনি তাঁর পুলিশ 'পরিচিতি'কে 'অগ্রাধিকার' দেবেন এবং কর্তব্যবোধকে 'বেছে' নেবেন।

ব্যক্তির কাছে বহুত্বের ধারণা স্পষ্ট থাকলে সংঘাত প্রবল আকার ধারণ করতে পারে না। বহুত্বের ধারণা অস্পষ্ট হলে কী হয় অমর্ত্য সেন তাঁর 'Identity and Violence–The Illusion of Destiny' গ্রন্থে তার সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, বহুত্বের ধারণাকে অস্বীকার করলে দ্বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হয়—(i) identity distregard, (ii) singular affiliation.

প্রথম ক্ষেত্রে, একটি মাত্র পরিচিতিকে মুখ্য ধরে নিয়ে তার সাথে অন্যান্য সকল পরিচিতির প্রভাব, সংযোগ, সম্পর্ক এবং একাত্মতাকে অবহেলা, এমনকি নাকচ করা হয়। ভারতের কোনো ক্রিকেট ম্যাচে যদি দর্শকাসনে অনুষ্কা শর্মা উপস্থিত থাকেন এবং ঘটনাচক্রে যদি সেদিন বিরাট কোহলি রান না পান তাহলে ভারতের লক্ষ লক্ষ ক্রিকেট-উন্মাদ এক লহমায় ম্যাচ কা মুজরিমের সন্ধান পেয়ে যান। ভারত হারলে তো কথাই নেই।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, এটিও ওই ধরনের রিডাকশনিজমেরই ভিন্নতর রূপ, একই ব্যক্তির বহু পরিচিতিকে অস্বীকার করা হয়। অনুষ্কা শর্মা যে কেবলমাত্র বিরাট কোহলির বান্ধবী হিসেবেই মাঠে ছিলেন, এমনটা যে নাও হতে পারে সেটা এই ক্রিকেট-উন্মাদরা মনে রাখেন না। হতে পারে তিনি সত্যিই ক্রিকেটভক্ত। না হলেও কিছু যায় আসে না, শুধু বিরাটের বান্ধবী হিসেবে মাঠে থাকলেও কারোর কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। তবুও, অনুষ্কা শুধুমাত্র অভিনেত্রী বা বিরাটের বান্ধবী পরিচিতির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না—এটা বোঝা দরকার। ওই দুইয়ের বাইরেও তাঁর অজস্র পরিচিতি আছে।

আমরা কথায় কথায় বলে থাকি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু, বিচিত্রের মধ্যে একের উপলব্ধি তখনই সম্ভব যখন একের মধ্যে বিচিত্রের পরিচয় আমরা অনুধাবন করব।

ব্যক্তির বহুত্বকে স্বীকার করে যদি বহুত্বকে সমাজের প্রেক্ষাপটে রাখি তাহলে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ (এবং তারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বহু সংস্কৃতিবাদ)-এর ধারণা পরিস্ফুট হয়। এক ব্যক্তিতে যেমন বহু পরিচিতির সহাবস্থান, তেমনই এক সমাজে বহু ব্যক্তির সহাবস্থান। বিচিত্র ভাষা-জাতি-বর্ণ-ধর্ম-খাদ্যাভ্যাস-পরিধেয়-মতের সমবেশ ঘটে সমাজে। সমস্যা ভয়াল হয়ে ওঠে তখন যখন কোনো একটি গোষ্ঠী, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতাপশালী গোষ্ঠী, অপরের ভিন্নতাকে অস্বীকার, অবদমিত বা লোপাট করতে চায়। বহুত্বের ধারণার আত্তীকরণ ঘটালে তবেই একমাত্র এই মানসিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ একটি বহুধাবিস্তৃত ধারণা—ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সহাবস্থান যার মূল কথা। কিন্তু কেবল সহাবস্থানই যথেষ্ট নয়। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সহাবস্থান সত্ত্বেও জল-অচল বিভাজিকা থাকতে পারে। সেখানে কেবল সহাবস্থানই আছে, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া নেই। আবার এমনও দেখা যায় প্রবলতর গোষ্ঠীর চাপে দুর্বলতর গোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক নিজস্বতা প্রায় অবলুপ্তির মুখে।

এ প্রসঙ্গে বহুলভাবে প্রচলিত দুটি উপমা হল স্যালাড ডিশ এবং মেলটিং পট।

স্যালাড ডিশ হল সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের এমন রূপ যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সহাবস্থান আছে, কিন্তু তেমন জোরদার পারস্পরিকতা নেই। স্যালাডের পাত্রে বিট, গাজর, শশা, টমেটো, পেঁয়াজ সবই আছে, কিন্তু একটির সঙ্গে অন্যটির মিলমিশ নেই। এতে স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকলেও বহুসংস্কৃতিবাদের মূল বিষয়টিই অনুপস্থিত। যদি আমি ও আমার প্রতিবেশী পরস্পরের সুখ-দুঃখে, সুদিন-দুর্দিনে সক্রিয়ভাবে পাশে থাকতে না পারি, আনন্দ-বেদনার শরিক হতে না

—এরপর চারের পাতায়

অন্য সংস্কৃতি

স্বাধীনতার সংবাদ

মলয় রায়

পেটে ক্ষিধে নিয়ে লাখোলাখো যৌবন।
রঙ সিঁদুরের দরদামে বিকিয়ে যাচ্ছে
ক্ষুরধার কবিতার ভাষা। কণ্ঠস্বর।
নিলামে চড়ছে দুধ পিঠে পৌষ।

মাঠ বনবাদাড় চৌচির। ভাবনার এঁদো
ঠিকানা। ফলায় গাঁথা বুক।
পুঁটুলি পুঁটুলি রোগ।
বিষ, বিষধর, ঘুষ, মন্ত্রী আমলা।

ফোড়ন কাটা মাগুর তার আবর্জনা উপভোগ
কাগজের পাতা জুড়ে ধর্ষিতা নারীর ছবি।
তার পাপপূণ্য উপবাস। আন্তরিকতাহীন চ্যানেল
বাণিজ্য প্রহরী। পূর্ণচ্ছেদহীন প্রতিবেদন।

আর তিরিশটা বছর পর
আমার স্বাধীনতার শতবর্ষ।
বাণী আর বাণে জর্জরিত আমার ডালভাত।
পশু চিহ্ন এঁকে প্রত্যাশায় শুয়ে আছে আমার স্বদেশ।

সহিষ্ণু হই

কাকলি ঘোষ

একটা ছুটন্ত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে
আমরা পিছন দিকে ছুটে চলেছি
আমি রাম, এটা আমার জন্মভূমি,
না না এটা মসজিদ
ভুল কথা এটা মন্দির—
রাষ্ট্র, এ বিতর্ক আজ উপভোগ করে।
তুমি কী খাবে, আমি ঠিক করব।
আমার মন থেকে সহিষ্ণুতা মুছে গেছে—
আজ আমরা, আর ওরা।
কিন্তু না, এখনও ভারতবর্ষ বাঁচে
রাম রহিমের হাত ধরে,
আজ একটাই প্রার্থনা, একটাই শপথ
এস, একটু সহিষ্ণু হই।

আলো

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

পথের শপথ সূর্যসোনায়
হাত হাতিয়ার সোনারোদে
পায়ে পায়ে পথের দিশা
আলোর মিছিল প্রতিরোধে

পথের আলোয় সুচেতনা
দিগ্বিদিকে জেগেছে প্রাণ
অনুভবে ছুটছে ঘোড়া
প্রাণের মাঝেই কলতান

ছুটছে ঘোড়া, পাগলাঝোরা
হাত হাতিয়ার ছুটন্ত
পথের আলো দু-চোখেতে
ফুলগুলো ওই ফুটন্ত।

যাচাই

রথীনপার্থ মণ্ডল

যে ভাষায় ফুল কাঁদে, তুমি কি জানো বাগানমালি?
যে আশায় পাখিরা সাজায় শূন্য সামলানো ডানা,
তুমি তো বাঁজা বৈভবে আনাড়ির মতো ভাবো খালি
কাঁটাতার এসে বুনবে স্বপ্ন সফলতার সীমানা।
অনেক চলার পরেও যে পথ থেকে গেছে বাকি
যেভাবে জলের গুচ্ছের নিচে রাখা স্রোতের পলি,
কখনও কি ভেবেছো নিজেরই আয়নায় একাকী?
কী চায় ফুলেরও মন? চায় কিনা ভ্রমর দু'কলি?
তাহলে কী করে বোঝাবো তোমার এ প্রেমের মানে?
দেখেছো কখনো ক্ষতের ওপর বসেছে মৌমাছি?
তুমি চারপাশে মাথা রেখে শুনেছো যে যা বলে জানে...
কখনো কি যাচাই করেছো আমায় এসে কাছাকাছি?
বুঝি আক্কেলেই থমকে আছো, আর প্রথাগত ভিড়ে,
ভালোবাসা সেই বোঝে, যে ডুবে যায় হৃদয়ের নীড়ে।

দেওয়াল

লক্ষ্মণদাস ঠাকুরা

সামনে পিছনের দেওয়াল ভেঙ্গে দাও
অখণ্ড আকাশ উঠোনের সীমা মাপবে না।
হাজার চোখ দেখবে কাটা ঘুড়ির উড়ান।
সূর্যোদয়ের নরম আলোয় নতুন আশা
হামাগুড়ি ছেড়ে ডিমফাটা শাবকের মতো নাচবে
সূর্যাস্তে পড়ন্ত আলোয় দুঃখের সমাধিতে
ঝরে পড়বে আলতো বোঁটা হতে ঘুমন্ত গুলঞ্চ।
দীর্ঘ রাত্রিতে এঁকে দিতে পারে প্রণয়ীর চুম্বন
নিষ্ঠুর প্রেমিকের লুণ্ঠনকারী বিস্ফোটে।
ফাঁকা ময়দানে স্পর্ধিত ইমারতগুলি
লজ্জায় মুখ ঢাকবে গাছেদের আঁচলে।
সমুদ্রের উন্মত্ত বাধাহীন হাওয়ায় হাওয়ায়
বৃষ্টির মুক্তোদানা ঝরবে তোমার উঠোনময়
আর যেন স্মৃতিস্তম্ভ তুলে, না ওঠে বেদম মেদুরতা
দেওয়ালের সাথে লুপ্ত হোক গর্বের যত নির্মাতা।

মানুষকে আগে বোঝা দরকার, তারপর তো সহমর্মিতা

পঙ্কজ পাঠক

কেউ কেউ বলেন বয়েস বাড়লে ধৈর্য বাড়ে। জীবন, মানুষ, সমাজ, দেশকে বোঝার ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা বদলায়। কিন্তু সকলেই কি এইসব গুণের অধিকারী হন? মনে তো হয় না। নানা অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করার জন্য পিছন থেকে বয়স্করা যে কলকাঠি নাড়েন তার প্রমাণ তো ভুরি ভুরি। আবার এও ঠিক যে ধৈর্যশীল বয়স্কদের ক্ষমতার অলিন্দে থাকতে থাকতে মানুষকে বোঝার ক্ষমতা অনেক সময় কমে যায়, তাঁদের সহমর্মিতাও অপাত্রে বর্ষিত হয়। যাঁদের পপুলার হওয়ার জন্য সহমর্মিতাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হয় তাঁদের সহমর্মিতাপ্রদর্শন অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের আন্তরিকতাশূন্য সহমর্মিতা যাঁরা দেখান তাঁদের 'মুখে মধু অন্তরে গরল'।

মানুষকে বোঝার ক্ষমতা হারালে বিশ্লেষণও যে ভুল হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেউ যখন জীবন-যুদ্ধের মধ্যে থেকে ক্ষয় হতে থাকে তখন সে কিন্তু হয়ে ওঠে এক বিশেষ অনুভবী মানুষ। তাকে বুঝে কথা না বললে সে ফোঁস করে উঠতে পারে, ক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে, দুঃখে কাতর হতে পারে কিংবা ভুল কথা বলা মানুষটাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে।

এইভাবেই তো কত মানুষ প্রতিদিন তছনছ হচ্ছে, কারুর সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় আমরা ভাবিনা তার হৃদয় রক্তাক্ত হবে কিনা। ভেবে কথা বলার জন্য কি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন? সবসময় তা সত্যি নয়। শিক্ষার সঙ্গে সুদীর্ঘকাল জড়িত কিংবা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষকে যখন কাউকে ভুল বিশ্লেষণ করে অকারণে অবান্তর কথা ছড়াতে দেখি, তখন কষ্ট হয়। কিছুদিন আগে এক চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন তাঁর চেম্বারে লাগোয়া এক প্রতিবেশী শয্যাশায়ী হওয়ায় রোগীর স্ত্রী তাঁকে ডেকে নিয়ে যান। রোগীর শয্যার পাশে গিয়ে ওই চিকিৎসক দাঁড়ালে রোগী হাউহাউ করে কাঁদতে থাকেন। চিকিৎসক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কাঁদছেন কেন? রোগী তখন বলেন, বাবা কিছুদিন চেম্বার বন্ধ রেখেছিলে, কেউ রটিয়ে ছিল তুমি মারা গেছ। সেই খবরের রেশ ছিল রোগীর মনে, চিকিৎসককে দেখে চোখের জল আর বাঁধ মানেনি।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সহমর্মিতার পিছনে ভালোবাসার বড় ভূমিকা থাকে। না বুঝে ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে সুযোগসন্ধানীর প্রতি সহমর্মী হয়ে সাহায্য করলে সে ক্ষতি করতে পারে। সে ক্ষতি ব্যক্তির, পরিবারের সমাজের, রাজনীতির—এইরকম নানা ক্ষেত্রে হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কেউ আমাকে প্রতিনিয়ত চাটুকারিতা করছে, প্রশংসায় ভরিয়ে তুলছে, তাই আমি খুশি হয়ে, আনন্দে আহ্লাদে সদয় হয়ে যদি আমার ক্ষমতা আছে বলে সাহায্যের দু-হাত প্রসারিত করি তাহলে সুদূর অথবা নিকট ভবিষ্যতে ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। এইভাবেই তো ক্ষয় হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। কারণ ক্ষমতাবানরা সহজে শোধরাতে চান না।

মানুষকে কাছ থেকে এবং দূর থেকে দুভাবেই দেখা জরুরি। কাউকে দূর থেকে দেখে কিংবা লোকের মুখে ঝাল খেয়ে মন্তব্য করলে ভুল হয়। অনেক সময় ভুল মস্ত আকার নিতে পারে। এইভাবেই তো কাছের মানুষেরা দূরে সরে যায়। যখন ভুল ভাঙে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়, ভাঙা জিনিস জোড়া আর লাগে না।

নিজেরটা বুঝে নেওয়ার ব্যাপার যত বাড়বে সমাজে সহমর্মিতা তত কমবে। যারা বুঝে নিতে চায় তারা অন্যের অনিষ্ট করেও মাথা তুলতে চাইবে এবং ক্ষমতাবানের কাছে সহমর্মিতা লাভের আশায় নাছোড় হয়ে উঠবে। যে মানুষ দুঃখ-দারিদ্র্য-অসুখ-বিসুখের সঙ্গে বেঁচে আছে তাকে কান দিয়ে দেখে কি সহমর্মী হওয়া যায়? সহমর্মিতার মেকি অভিনয় বা ভুল মন্তব্য করলে তার হৃদয় তোলপাড় হয়। আসলে মানুষকে আগে বোঝা দরকার, তারপর তো সহমর্মিতা।

পুস্তক সমালোচনা

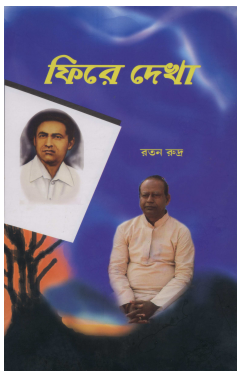

সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদে রতন রুদ্র মহাশয় 'ফিরে দেখা' লেখায় প্রবৃত্ত হ'ননি। জীবনের বিশেষ কিছু ঘটনা, কিছু কথা- তাঁর প্রিয়জন এবং পরিচিতদের সঙ্গে বিনিময় করতে চেয়েছেন। ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থে জীবনের সব কিছু প্রকাশ করা যায় না, গোপন রাখতেই হয়- একথা অকপটে স্বীকারও করেছেন। সাধারণত এ কথা কেউ প্রকাশ করতে পারেন না, এরজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, পত্নীপ্রেমী, সন্তানবাৎসল এবং মানবদরদী—এমন একজন মানুষের সফলতা, ব্যর্থতার আলেখ্য 'ফিরে দেখা'। বাবা-মা'র আদর্শকে যিনি জীবনের দিশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের প্রথম দিকে প্রচণ্ড অর্থাভাবে চার ভাই-বোনের আহার ঠিকমতো জোগাড় করতে পারেননি বাবা, অর্থের কারণে তাঁর লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। বাবা-মা প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই চলে গেছেন। অর্থের জন্য ওঁদের শেষ মুহূর্তে উপস্থিত থাকতেও পারেননি। এই দুঃখ আজও বয়ে চলেছেন। একটি বেসরকারি সংস্থায় সামান্য বেতনে কাজ করে রাত্রে কলেজে পড়ে কোনো রকমে স্নাতক হয়েছেন। অভাব-অনটনকে জয় করবার দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ছিল, কোনো লোভের হাতছানি তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। বুদ্ধিজীবী মহল, মন্ত্রী-বিধায়ক থেকে জেলাশাসক, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা সকলেই পরিচিত; তিনি কিন্তু সুযোগের অপব্যবহার করেননি। কেবল মাত্র যখন দেখেছেন, তাঁর উচিৎ কাজ করতে কেউ অপরাগ তখন নিজের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। লিখেছেন সে কথাও। কিছু মানুষের অমানবিক ব্যবহার তাঁকে যেমন মর্মাহত করেছে তেমনি অনেক মানুষের মহানুভবতাও তাঁকে প্রশান্তি দিয়েছে। বামপন্থী ভাবাদর্শে নিজেকে গড়ে তোলবার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন জীবনভোর। অধ্যাবসায়, মননশীলতা, সাহসিকতা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে তিনি বাংলা ও বহির্বঙ্গের বহু জায়গায় পরামর্শদাতার ভূমিকায় সাদরে আমন্ত্রিত হয়েছেন। একেই তিনি জীবনের সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি বলে মনে করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে গবেষণা করতে পারেন, এজন্য নিজের দেহ দান করেছেন। একটি তহবিল গড়ে সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রেখেছেন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠার মর্মস্পর্শী কাহিনি 'ফিরে দেখা'। শুধু ইংরেজি শব্দের ব্যবহার এবং বানান ভুল বড্ড চোখে লাগে।

ফিরে দেখা- রতন রুদ্র। কল্যাণ বুক এজেন্সি, কলকাতা। মূল্য- ১০০ টাকা।

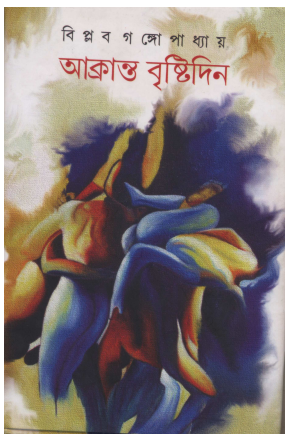

'আক্রান্ত বৃষ্টিদিন' বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহসী পদক্ষেপ। বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে দামোদর ঘেঁষা একটি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল তাঁর লেখার প্রেক্ষাপট। ধনী-গরিবের অসাম্যকে কেন্দ্র করে পরিবার, সমাজ এবং প্রশাসনের দ্বারা গ্রামের গরিব মানুষ কীভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে, তা-ই বইটির প্রতিপাদ্য। আক্রান্ত বৃষ্টিদিন নামকরণ স্বার্থক। যে বৃষ্টি মানুষের জীবনে সঞ্জীবনীস্বরূপ তাও আজ মানুষের হিংসা ও স্বার্থের বলি। স্কুলশিক্ষক অরুময়, তাঁর স্ত্রী রমিতা, পুত্র অর্ক এবং ধর্ষিতা তুলিকা চরিত্রগুলি যেন আজকের পশ্চিমবাংলার কথা বলে। সেই সঙ্গে এসেছে গ্রামের মানুষজন এবং বর্তমান প্রশাসনের আধিকারিকরা। মুখ্য নারীচরিত্র তুলিকা। শিক্ষার আলো না পৌঁছানো গ্রামের এক মাত্র কলেজপড়ুয়া। যে শুধু তার বাবা-মায়ের নয়, গোটা গ্রামের গর্ব। বাড়িতে মাকে সাহায্য করে। হাতের কাজ করে নিজের পড়াশোনার খরচ চালায়। সেই তুলিকা ধর্ষিত হল মহাজনের বখাটে ছেলে আর তার দুই সাকরেদের দ্বারা। অপকর্ম শেষে তাকে হত্যা করার সময় অরুময়রা হাজির হলে সে চেষ্টা ব্যাহত হয়। পুলিশ যথারীতি মহাজনের ছেলের পাশে দাঁড়ায়। এই অত্যাচারের ঘটনা গ্রামে ক্ষোভের সঞ্চার করে। 'ছোটোখাটো ভুলের' প্রতিবাদী রাজনীতি কীভাবে দানা বেঁধেছে সেই যুদ্ধের পটভূমি এই উপন্যাস। মহাজনি শোষণব্যবস্থা আজও গ্রামে কিভাবে টিঁকে আছে এই উপন্যাসে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মহাজনের বখাটে ছেলের লালসার শিকার তুলিকা এখানে কামদুনির ধর্ষিতার মতো প্রাণে মারা যায়নি বটে, প্রতিবন্ধী হয়ে সে বেঁচে উঠেছে। প্রতিবাদহীন, বিতর্কহীন, প্রশ্নহীন আনুগত্য নয়, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। এই যুদ্ধ কোন একদিন হয়তো থামবে। আশা করা যায় সাহিত্যের চিলেকোঠায় এই উপন্যাস দলিলের অংশ হিসেবে জায়গা নির্দিষ্ট করেছে। লেখকের ভাষা সাবলীল। শব্দবন্ধনীতে মেঠো সুর ধ্বনিত হয়েছে। কান্নার জল, চাঁদের শরীর, মরা ফুল গাছ নিয়ে পড়ে থাকা টবের মতো, শুঁয়োপোকা, কচি পেয়ারা বুক শব্দগুলি লেখকের কবি মনের পরিচয়।

আক্রান্ত বৃষ্টিদিন- বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়। একুশ শতক, কলকাতা। মূল্য- ১০০ টাকা।

রজতশুভ্র

মিলন মুখার্জীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২১ আগস্ট : ২১ আগস্ট ভোর তিনটায় রানিগঞ্জের এক বেসরকারি হাসপাতালে সিপিআই(এম) নেতা মিলন মুখার্জীর জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালীন তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে হৃদরোগের সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যাকে রেখে গেছেন। এদিন সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর অসংখ্য মানুষ রানিগঞ্জের অশোকপল্লীর বাসভবনে ছুটে আসেন এবং তাঁর প্রতি তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা জানান। মিলন মুখার্জীর মরদেহ লাল পতাকা দিয়ে ঢেকে দেন সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য বংশোগাপাল চৌধুরী, জেলা কমিটির সদস্য বিবেক চৌধুরী, রানিগঞ্জ এরিয়া কমিটির সদস্য অনুপ মিত্র এবং কৃষ্ণা দাশগুপ্ত সহ সমস্ত নেতৃবৃন্দ মিলন মুখার্জীর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। বাসভবন অশোকপল্লী থেকে সিপিআই(এম) রানিগঞ্জ এরিয়া কমিটির অফিস পর্যন্ত তার মারদেহ নিয়ে শোক মিছিল হয়। মেজিয়া শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৯৮০ সাল থেকে মিলন মুখার্জী টানা পনেরো বছর রানিগঞ্জ পৌরসভার কাউন্সিলর ছিলেন। ২০১১ সালের সন্ত্রাসের সময়েও শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি সংগঠনের প্রায় প্রতিটি মিছিল কিংবা মিটিং-এ উপস্থিত থেকেছেন, শুধু তাই নয় দলের কর্মীদের সাথে তিনি নিয়মিত গণশক্তি পত্রিকা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতেন। গত ১৫ আগস্ট মানববন্ধন কর্মসূচিতেও শরীরের অসুস্থতাকে তোয়াক্কা না করেই উপস্থিত থেকেছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না, জীবন যুদ্ধে তিনি আর জিততে পারলেন না, কিন্তু ব্যাটনটা তুলে দিয়ে গেলেন রানিগঞ্জের সংগ্রামী আপোষহীন মানুষগুলোর হাতে।

আন্দোলন করে দাবি আদায় করতে হবে

—প্রথম পাতার পর

সোমনাথ দে'র কাছে যখন ডেপুটেশন দিতে যান সেই সময় তিনি ডেপুটেশন না নিয়ে অফিস ছেড়ে চলে যান। অফিসে অন্য অফিসারদের বলে যান কেউ যেন ডেপুটেশন না নেন। বেশ কিছুক্ষণ পর পূর্বস্থলী ২নং ব্লক অফিসের বড়বাবু সুদীপ্ত নন্দী ও এক আধিকারিক কুন্তল ব্যানার্জী মহিলা প্রতিনিধিদের কাছ থেকে স্মারকলিপি নেন এবং দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। বলেন, দাবিগুলি প্রতি সহানুভূতি নিয়েই ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছ জানাবেন।

এদিন মহিলা সমিতির পূর্বস্থলী ২নং ব্লক অফিস পাটুলিতে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বর্ধমান জেলা কমিটির নেত্রী জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়। পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদিকা আলোয় বেগম।

জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য জুড়ে কোথাও মহিলারা নিরাপদে নেই। আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি, মমতা ব্যানার্জী সরকার মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি সর্বত্র দুর্নীতিতে ভরে গেছে। ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, বন্যায় ক্ষতি হচ্ছে। হেলদোল নেই মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি উৎসবে আনন্দে মাতছেন। আজ মহিলারা ডেপুটেশন দিতে এসেছিলেন কিন্তু বিডিও অফিস ছেড়ে পালিয়ে যান। মহিলা সমিতি এই অপমান মানবে না। মহিলাদের প্রতি এই সরকারের অপমান নির্যাতন এক সঙ্গে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমস্ত মহিলাদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

—প্রথম পাতার পর

গাড়ি ও এসি ভাঙচুর

আমাদের দলের কেউ না। ওকে আর আমাদের পার্টি অফিসে পর্যন্ত ঢুকতে দেব না। পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নিক।

সনৎ নন্দী ও ওই মহিলা সারা রাত কালনা থানাতেই আশ্রয় নিয়েছিল বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনা আইনি পদক্ষেপ করেনি। বরং সনৎ নন্দীর অভিযোগের ভিত্তিতে বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধেই মামলা শুরু করেছে কালনা থানার পুলিশ।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

কালনায় মহিলা খুনে ভাই গ্রেপ্তার, অন্যরা ফেরার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ আগস্ট : প্রথমে এক অবিবাহিত মহিলার মাথায় হাত বুলিয়ে তার জমি-জায়গা, বিষয় সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া। তারপর রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর শেষে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ঘটনাটি ঘটেছে ২৬ আগস্ট রাতে কালনা পৌরসভার নেপপাড়ায়। এই ঘটনায় মৃতার ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভাই-বউ ও ভাইপো ফেরার। অবিবাহিতা মৃত শান্তি দাস (৬০) ভাই বিকাশ দাসের সঙ্গেই থাকতেন। তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি, সোনা, অর্থ যা ছিল সব কিছু ভাইকে দিয়ে দেওয়ার পর তিনি নির্যাতনের শিকার হতে শুরু করেন। অভিযোগ বিকাশ বা তার পরিবারই নয়, মহিলার উপর নির্যাতন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করত তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনও। প্রতিবেশী নিবেদিতা দাস জানান, রাত্রে আমরা ওই মহিলার কাতর আর্তনাদ শুনেছি। শুধু বলছেন বাঁচাও বাঁচাও। আমরা ভাবলাম এটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু এদিন বাড়ি থেকে রটিয়ে দেওয়া হয় শান্তি দাস গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু আমরা গিয়ে দেখলাম ওনার শরীরে অ্যাসিড ঢেলে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করতে কালানা হাসপাতালে পাঠায়। অন্যদিকে বিকাশ দাসকে গ্রেপ্তার করে। বেগতিক দেখে ধৃতের স্ত্রী ও ছেলে গা ঢাকা দেয়। পুলিশ তাদের খুঁজছে। আজ সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন। তাদের দাবি দোষীদের গ্রেপ্তার করে কঠোর সাজার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাস্থ্য শিবির ও সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৭ আগস্ট, বর্ধমান : ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের বর্ধমান শাখার উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবির ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সর্বমঙ্গলা সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্স হলে শিবিরের উদ্বোধন করেন স্থানীয় কাউন্সিলার মমতা রায়। সেমিনারে বক্তব্য রাখেন অ্যামরি হাসপাতালের কার্ডিও সার্জেন ডাঃ অরিজিত দত্ত, নিউরো বিভাগের ডাঃ অভিজিত দাস, সেন্ট জন এ্যাম্বুলেন্সের পক্ষে মনোজ সাধু, আই.জে.এ-র পক্ষে সভাপতি তারকনাথ রায়, সম্পাদক সুকুমার দাস। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আমিনুর রহমান। পরে হেল্‌থ চেক্‌আপ ক্যাম্পে মোট ৪৫ জন সাংবাদিক চেক-আপ করেন। অ্যামরি মুকুন্দপুর শাখার সহযোগিতায় শিবিরটি পরিচালিত হয়।

সর্পাঘাতে মৃত্যু, চিকিৎসায় গাফিলতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ আগস্ট : কোনো কালক্ষেপ নয়, বা ওঝার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া নয়। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও সাপে কাটা রুগিকে বাঁচানো গেল না। এই ঘটনায় এলাকার মানুষের মনে চরম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে গতকাল রাত্রে কালনা থানার সিমলন গ্রাম পঞ্চায়েতের বৃদ্ধপাড়া গ্রামে। এই গ্রামের কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস (৪৯) নামের এক ব্যক্তিকে গতকাল রাত্রি ৯.১০ মিনিট নাগাদ বাড়িতেই সাপে কামড়ায়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নিকটবর্তী মোধপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রাত্রি ১০টা নাগাদ কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর রাত্রি পৌনে এগারোটা নাগাদ তার মৃত্যু হয়। মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এত দ্রুত রোগীকে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানো সত্ত্বেও কেন বাঁচানো গেল না? তবে কি চিকিৎসায় গাফিলতি ছিল? কারণ বর্ষা এলেই সাপের উপদ্রব হয় গোটা কালনা মহকুমা জুড়ে। তাই সাপের ব্যাপারে বিভিন্ন সচেতনতা শিবির সংগঠিত হয় সরকারিভাবে। কিছুদিন আগেও কালনা-২ বিডিও মিলন দেবঘড়িয়া সাপ নিয়ে কর্মশালা করান বিজ্ঞানমঞ্চকে দিয়ে। সেই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। সেখানে বলা হয় কোনো ওঝাবাড়ি নয়, সাপে কাটার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সাপে কাটা রুগীর মৃত্যু আটকানো সম্ভব। তাহলে কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাসের মৃত্যু হল কেন? তার উত্তর পেতে কালনা মহকুমা মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ চিত্তরঞ্জন দাসকে মোবাইলে ফোন করলে উনি কল রিসিভ করেননি।

—দ্বিতীয় পাতার পর

বহুত্ব : ব্যক্তি ও সমাজ

পারি তাহলে সেই সহাবস্থান খুব একটা কাজের নয়।

মেলটিং পট, অপরপক্ষে, একেবারে বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে। একই পাত্রে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন গলিত ধাতু মিলে মিশে একাকার। আমেরিকার সংস্কৃতি সম্বন্ধে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হয়। যে-কোনো মানুষ পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকেই সেখানে যান না কেন অচিরেই তিনি বা তাঁরা সেই সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যান। খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-ফূর্তি সবকিছুতেই। মানতেই হবে, পারস্পরিকতার ধারা সেখানে সবেগে প্রবহমান। কিন্তু, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ যেখানে ভিন্নতাকে গ্রহণ করার কথা বলে সেই ভিন্নতাই তো এখানে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে।

তাহলে এমনকি কোনো সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের উদাহরণ নেই যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের ভিন্নতা, তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও একে অপরের সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হতে পারে? ভাবলে গর্ব হয়, ভারতই তেমন সংস্কৃতির পীঠস্থান। এখানে দুর্গাপুজোর সাজ তৈরি করেন মুসলমান শিল্পীরা, আবার কুতুবমিনার থেকে শুরু করে বহু ইসলামিক ভাস্কর্যে হিন্দু কারিগরদের হাতের (এবং সংস্কৃতির) ছোঁয়ার ছাপ স্পষ্ট।

ভারতীয় সংস্কৃতির এই রূপটিকে সার্থক আলংকারিক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন শশী থারুর। তাঁর ভাষায়, "If America is a melting pot, then to me India is a thali - a selection of sumptuous dishes in different bowls. Each tastes different, and does not necessarily mix with the next, but they belong together on the same plate, and they complement each other in making the meal a satisfying repast."

আজ নানা কারণে ভারতের এই ঐতিহ্য ঈষৎ হলেও টাল খেয়েছে। তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। বিবদমান গোষ্ঠীগুলি একে অপরের প্রতি আঙুল তুলতেই ব্যস্ত। কে দোষী, বা কার দায় বেশি—সেই আলোচনার স্থান এটা নয়। তবু বলব, এ দোষ কারও একার নয়, সব পক্ষই কমবেশি দোষী। এই মুহূর্তে এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের দায় আজ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ দায় প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের। আমাদের প্রাথমিক দায় এবং দায়িত্ব হল বহু-পরিচিতির গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং সমাজের যে যে অংশে এর ধারণা এখনও সুস্পষ্ট নয় সেখানকার মানুষজনের অন্তরে এই ধারণাকে সঞ্চারিত করা। একমাত্র তখনই আমাদের জীবনে বিবিধের মাঝে মহান মিলনের সারমর্ম প্রতিভাত হবে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. আয়ারল্যান্ডে ১৯৭৯ সালের ১৭ আগস্ট, এক বিস্ফোরণে। ২. ১৯৪৫ সালের ২৩ আগস্ট। মৃত্যু ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট, রাত্রি ৯টায়। ৩. ১৬৬৬ সালের ১৯ আগস্ট, ফলের ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে। ৪. রোনাল্ড রস, পিজি হাসপাতাল কলকাতায়, ১৮৯৭ সালের ২০ আগস্ট। ৫. ১৯৪৮ সালের ২০ আগস্ট। ৬. ১৯৪০ সালের ২১ আগস্ট, ফরাসি ইহুদি ফ্রাঙ্গজনসনের হাতে। ৭. ১৯৯৫ সালের ২৩ আগস্ট। ৮. ১৮২৯ সালের ২৫ আগস্ট, নবাব নাজিম হুমায়ুণজা। ৯. ১৯৪৩ সালের ২৫ আগস্ট, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হওয়ার জন্য। ১০. ১৯৭২ সালের ২৬ আগস্ট, জন্ম ১৯১৪ সাল। ১১. ১৯২০ সালের ২৬ আগস্ট। ১২. বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, ১৯৪২ সালের ২৬ আগস্ট।

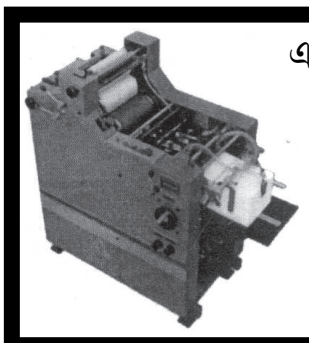
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
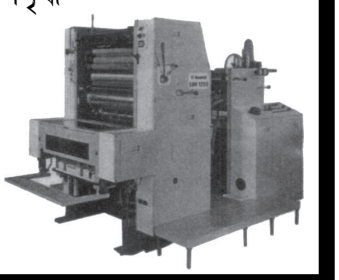
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা